بسم الله الرحمن الرحيم

লণ্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ৫ই নভেম্বর, ২০০৪ মোতাবেক ৫ই নবুয়্যত, ১৩৮৩ হিজরী শামসী'র জুমুআর খুতবা।

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর (আই.) বলেন,

لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ (সূরা আলে ইমরান : ৯৩)

এর অনুবাদ হল, **তোমরা কখনো পুণ্য অর্জন করতে পারবে না যতক্ষণ না তোমরা যা ভালোবাস তা থেকে খরচ কর, এবং তোমরা যা কিছু খরচ কর; নিশ্চয় আল্লাহ্ তা খুব ভালো করে জানেন।**

১লা নভেম্বর থেকে প্রতি বছর তাহ্রীকে জাদীদের নববর্ষের সূচনা হয়। সাধারণত প্রথম বা দ্বিতীয় জুমু'আতে এর ঘোষণা করা হয়। নবদীক্ষিত, প্রাপ্ত বয়সে উপনীত হতে যাচ্ছে এমন কিশোর এবং কোন কোন তরুণের হয়তো তাহ্রীকে জাদীদের ইতিহাস সম্পর্কে সঠিকভাবে জানা নেই তাই এখানে সংক্ষেপে এ বিষয়ে কিছু বলব।

তাহ্রীকে জাদীদের সূচনা হয় ১৯৩৪ সালে, যখন আহমদীয়া জামাতের বিরুদ্ধে একটি নৈরাজ্য মাথাচারা দেয়, আহরারীরা চরম হৈচৈ আরম্ভ করে। বিরোধীতার এক ঝড় বইতে শুরু করেছিল যে, (আমরা) ধরাপৃষ্ঠ থেকে আহমদীয়াতকে নির্মূল করে দিবো। কাদিয়ানের নামচিহ্ন মুছে ফেলার ষড়যন্ত্র চলছিল, এর একেকটি ইট খুলে নেওয়ার দাবি করা হতো। যেখানে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সমাধিক্ষেত্র বেহেশ্তী মকবেরাসহ অন্যান্য পবিত্র স্থানের অবমাননার ষড়যন্ত্র করা হয়েছিল, এছাড়া প্রশাসনের পক্ষ থেকেও সহযোগিতার পরিবর্তে উল্টো বিরোধীদের প্রতি অধিক সমর্থন পরিলক্ষিত হতো; তাদের পক্ষপাতিত্ব করা হতো। তখন হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) জামা'তকে একটি তহবিল গঠন করার আহ্বান করেন, চাঁদা সংগ্রহ করুন, অর্থ সংগ্রহ করুন। তবলীগের গুরুদায়িত্ব আমরা যথাযথভাবে পালন করি নি বিধায় বিরোধীদের এহেন কূটচাল ও হৈ চৈ– একথা ভেবে তিনি (রা.) এই তাহ্রীক করেন। এ বিষয়ে গভীর মনোযোগ দিয়ে চিন্তা করিনি; আহমদীয়াতের পয়গাম বা বাণীকে বিশ্বের প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে যে চেষ্টা-প্রচেষ্টা করা উচিত ছিল তা যথাযথ করা হয়নি। তাই তিনি (রা.) বলেন, জামা'তকে এখন এই বিষয়ে গভীরভাবে প্রণিধান করা উচিত আর আহমদীয়াতের বাণী পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছানো উচিত। আর এ লক্ষ্যেই তিনি (রা.) জামা'তকে

আর্থিক কুরবানীর তাহরীক করেন। তিনি (রা.) বলেন, তিন বছরে কমপক্ষে ২৭ হাজার রূপী সংগ্রহ করুন।

কিন্তু এ বিষয়টি লক্ষ্য করে হৃদয় আল্লাহ্ তা'লার প্রশংসায় ভরে যায় যে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর এই প্রিয় জামা'ত তিন বছরে ২৭ হাজার রূপী সংগ্রহ করার পরিবর্তে প্রথম বছরেই এক লক্ষ রূপী উপস্থাপন করে। (অথচ এই সাতাশ হাজার রূপী তিন বছরে সংগ্রহ করার কথা) আর (জামা'ত) তিন বছরে চার লক্ষাধিক রূপী কুরবানী করে। আজ আমরা সেই অর্থের কথা কল্পনাও করতে পারি না। প্রথমতঃ রূপীর মূল্যমান বর্তমান সময়ের তুলনায় অনেক বেশি ছিল। এখনতো একশ' দশ রূপীতে এক পাউণ্ড পাওয়া যায়, তাই ভাবা যায় না। এছাড়া জামা'তের সদস্যদের আর্থিক অবস্থাও এমন ছিল না যাতে বলতে পারেন, ধনাঢ্য ও বিত্তশালীরা হয়তো কুরবানী করে থাকবেন। না; বরং দুই আনা, চার আনা, এক-দুই টাকা করে দেওয়ার মত মানুষ ছিল আর তাদের সংখ্যাই ছিল অধিকাংশ। নিজেদের পেট কেটে, বাচ্চাদের শুকনো রুটি খাইয়ে এই (আর্থিক) কুরবানী করা হয়েছিল, অর্থাৎ খোদার খলীফা আজ আমাদের ডাক দিয়েছেন যে, আমার সাহায্যকারী হয়ে এসো! নিজেদের জীবন আরও সাদামাটা কর আর তোমাদের প্রয়োজনীয় সম্পদ থেকে খরচ কর, আল্লাহ্‌র পথে উৎসর্গ কর, আল্লাহ্‌র খাতিরে এটি দাও। কেননা, শত্রু আজ কাদিয়ানের একেকটি ইট খুলে ফেলার দুরভিসন্ধি করছে, আহমদীয়াতকে সমূলে উৎপাটনের এবং পবিত্র স্থানগুলোর অবমাননা করার চক্রান্ত করছে।

অতএব, এই ছিল তদানীন্তন আহমদীদের আর্থিক অবস্থা যা দিয়ে সে সময়কার আহমদীরা বড় বড় কুরবানী করেছেন। আর হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) তাদের কাছে যা দাবি করেছিলেন তার চেয়ে ১৪/১৫ গুণ বেশি অর্থ সংগ্রহ করে যুগ খলীফার চরণে উপস্থাপন করে এই মর্মে যে, ধর্মসেবায় সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়ে আমরাও যেন খোদা তা'লাকে সন্তুষ্ট করতে পারি। সেই খোদা যিনি সকল বিষয়ে সর্বজ্ঞানী, তিনি কী বলবেন? আমি তোমাকে যা কিছু দিয়েছিলাম তা তুমি আমার ধর্মের প্রয়োজনের সময় লুকাতে আরম্ভ করলে! অথচ কার কাছে কি আছে, তা আমার (ভালোই) জানা আছে। যেমনটি আমি বলেছি, অধিকাংশই খোদা তা'লাকে সন্তুষ্ট করার জন্য নিজেকে বিপদের মুখে ঠেলে দিয়ে এই কুরবানী করেছেন। কেননা, তারা মনে করতেন, এতেই আমাদের মুক্তি নিহিত। কারণ আজ আমাদের কাছে যা কিছুই আছে তা নিতান্ত নগণ্য হলেও সেটুকুই তাদের জন্য উত্তম অংশ ছিল, (তাই) তা খোদার পথে বিলিয়ে দেওয়া হোক। কেননা তারা মনে করতেন, এভাবে আমরা আল্লাহ্ তা'লার সেই বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হতে পারবো যাদেরকে আল্লাহ্ তা'লা তাদের বিপদের সময় সুরক্ষার জন্য ছুটে চলে আসেন আর খোদার পথে কৃত যাদের কুরবানী কখনো বিফলে যায় না। তাদের হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর এই শিক্ষা যা প্রকৃতপক্ষে কুরআনেরই শিক্ষা; এর পরিপূর্ণ বুৎপত্তি ও জ্ঞান ছিল। তিনি (আ.) বলেন, **"তোমরা খোদার পথে তোমাদের সেই সম্পদ এবং প্রিয়**

জিনিস ব্যয় করা ব্যতীত কখনোই প্রকৃত পুণ্য যা নাজাত (মুক্তি) পর্যন্ত পৌঁছায় তা লাভ করতে পারবে না।" **(ফতেহ্ ইসলাম, রূহানী খাযায়েন, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৩৮)**

মোটকথা, তারা এমন মানুষ ছিলেন যারা আর্থিক সঙ্গতি কম থাকা সত্ত্বেও আল্লাহ্ তা'লার পথে অর্থ ব্যয় করেছেন। এরপর (তারা) নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছেন যার ফলে ভারতবর্ষের বাইরে আহমদীয়াতের বার্তা অত্যন্ত সুশৃঙ্খলভাবে বিস্তার লাভ করতে আরম্ভ করে। তাদের মাঝে কেউ কেউ এমনও ছিলেন যারা বিদেশ-বিভূঁইয়ে কারাযন্ত্রণাও সহ্য করেছেন (আটকও হয়েছেন)। মোটকথা, ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এই তাহ্রীক করেছিলেন (আর) এজন্য সেই যুগের লোকেরা সীমাহীন ত্যাগস্বীকার করেছেন। আর তিনি (রা.) শুরুতেই বলেছিলেন, এই তাহ্রীকটি দশ বছরের জন্য। এরপর দশ বছর অতিক্রান্ত হলে তিনি (রা.) এর সময়সীমা আরও বৃদ্ধি করেন এরপর আল্লাহ্ তা'লার ইচ্ছানুযায়ী এটি একটি স্থায়ী তাহ্রীকে রূপান্তরিত হয়।

আর আজ আমরা বিশ্বের বিভিন্ন দেশে আহমদীয়াতের উন্নতির যে চিত্র অবলোকন করছি তা (আমাদের) পূর্বসূরীদের আত্মত্যাগেরই ফসল। জামাতের উন্নতি ছাড়াও আল্লাহ্ তা'লা তাদের ব্যক্তিগতভাবে কুরবানীও বিনষ্ট করেন নি। তারা তখন যে কয়েক আনা ও কয়েক রূপী কুরবানী করেছিলেন তাদের অধিকাংশেরই সন্তান-সন্ততিরা আজ অত্যন্ত স্বচ্ছল এবং ভালো অবস্থায় আছে, (তারা) লাখ লাখ টাকা উপার্জন করছে। আর্থিকভাবে বেশ ভালো অবস্থানে রয়েছে। তাদের মধ্যে কেউ কেউ সম্ভবত এমনও হয়ে থাকবেন, যারা তৎকালীন তাহ্রীকে জাদীদের মোট বাজেটের সমপরিমাণ অঙ্ক বর্তমানে এককভাবেই চাঁদা হিসেবে প্রদান করেন। কিন্তু তাদের (অর্থাৎ পূর্ববর্তীদের) কুরবানী ভুলে যাওয়ার মত নয়। এ কারণেই হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন যে, তাহ্রীকে জাদীদের শুরুর দিকে কুরবানীকারীদের খাত'কে যেন কিয়ামত পর্যন্ত চালু রাখা হয় আর তাদের সন্তান-সন্ততিরা যেন এই দায়িত্ব নিজেদের কাঁধে তুলে নেয়। এই গুরুদায়িত্ব পালন করুন এবং তাদের খাত'কে চিরঞ্জীব রাখুন। সেই পাঁচ হাজার মুজাহিদীনের খাত যেন কখনো বন্ধ করা না হয়। শুরুতে তারা পাঁচ হাজার জন ছিলেন, এজন্য হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) দু'বার (এই) তাহ্রীক করেন যে, এমন লোকদের সন্তান-সন্ততিরা কিছুটা বিবেকবুদ্ধি খাটান এবং (এ উদ্দেশ্যে) এগিয়ে আসুন আর আপনাদের কুরবানীকারী প্রয়াত পূর্বপুরুষদের (বন্ধ হয়ে যাওয়া) খাত'কে পুনরায় চালু করুন। রেজিস্টারে তাঁদের নাম থাকতে হবে। তাঁদের নামে চাঁদা প্রদান অব্যাহত রাখতে হবে। তাঁদের (চাঁদা) সামান্য কিছু রূপীই ছিল কিন্তু তাঁদের নাম অবশ্যই থাকতে হবে আর তা কিয়ামত পর্যন্ত থাকতে হবে। তিনি (রাহে.) বলেছিলেন, তখন তাদের অধিকাংশই পাঁচ-দশ রূপী দিয়েছিলেন। এটি এমন কোন কঠিন কাজ নয় যে, এই খাতগুলো পুনরায় খোলা যাবে না। পুনরায় তাদের নামে চাঁদা দেওয়া শুরু করা যাবে না (এমন নয়)। যেমনটি আমি বলেছি, বর্তমানে অনেকেরই (আর্থিক) অবস্থা এমন যে, তাদের পক্ষে পূর্বপুরুষদের নামে আবার চাঁদা দেওয়া কোন বিষয়ই না।

মোটকথা, হুযুর (রাহে.)'র দৃষ্টি আকর্ষণের পর তাহরীকে জাদীদ বিভাগও চেষ্টা করেছিল আর সেই পাঁচ হাজার মুজাহিদীনদের মধ্য হতে তিন হাজার চারশ' জনের খাতা পুনরায় চালু করা হয়েছিল, তাদের নামে চাঁদা দেওয়া শুরু হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু মানুষের এদিকে অমনোযোগিতার কারণে অথবা কারও কারও বহির্বিশ্বে চলে যাওয়ার কারণে কিংবা অন্য কোন কারণে এদিকে মনোযোগ হ্রাস পেয়েছে। বিদেশে এসে কেউ কেউ হয়তো তাদের পূর্বপুরুষের নামে (চাঁদা) দিচ্ছেনও কিন্তু বহির্বিশ্বে এসব চাঁদা তাদের পূর্বপুরুষের নামে গণ্য করা হয় না। আর হলেও (এর) রেকর্ড যেহেতু কেন্দ্রে রয়েছে তাই সেখানে নথিভুক্ত করা হয় না। আর হতে পারে যে, আপনি আপনার পূর্বপুরুষের নামে চাঁদা দিয়ে যাচ্ছেন কিন্তু তা আপনার নামেই নথিভুক্ত করা হচ্ছে। কাজেই যেমনটি আমি বলেছি, যেহেতু কেন্দ্রে রেকর্ড রয়েছে তাই এমন অগ্রজদের সন্তান-সন্ততিরা যদি তাদের পূর্বপুরুষদের খাতগুলো আবার খুলতে চান তবে তাদের জন্য সহজ পদ্ধতি হল, আপনারা রাবওয়ায় যোগাযোগ করে জানুন যে, তাদের কী পরিমাণ অঙ্ক (চাঁদা) ছিল, কি পরিমাণ ওয়াদা ছিল আর সেখানেই তা পরিশোধের চেষ্টা করুন যাতে রেকর্ড ঠিক থাকে। যেমনটি আমি বলেছি, এখন যেহেতু এই তিন হাজার চারশ' জনের যে খাত ছিল তাতেও মনোযোগ কমে যাচ্ছে আর এখন প্রায় একুশশ' জনের মত বাকি আছে। তাই অনেক বেশি মনোযোগ দেয়ার প্রয়োজন রয়েছে।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) একথাও বলেছিলেন, যেসব বুযূর্গের খাত কেউ জীবিত না করলে (অর্থাৎ না খুললে); তাদের পক্ষে কেউ চাঁদা না দিলে, তৎকালীন হিসেব অনুযায়ী তাদের যৎসামান্য যে রূপী চাঁদা দেওয়া হতো (পাঁচ-দশ রূপী) অথবা এমনিতেও তাদের নাম জীবিত রাখার উদ্দেশ্যে টোকেন হিসেবে (চাঁদা) দেয়া যেতে পারে। তিনি (রাহে.) বলেছিলেন, মাথাপিছু পাঁচ রূপী হিসেবে আমি এক হাজার জনের দায়িত্ব নিচ্ছি। তাদের সন্তান-সন্ততিরা যদি তাদের নামে চাঁদা দিতে না পারে তাহলে এই দায়িত্ব আমি নিচ্ছি। তিনি একথাও বলেছিলেন, এভাবে আপনারা এগিয়ে আসুন এবং দায়িত্ব নিন। আর নিজের সম্পর্কে একথা বলেন যে, আমি আশা রাখি আমার অবর্তমানে আমার সন্তানরা এই কাজকে বহাল রাখবে। যাহোক, (সংশ্লিষ্ট) বিভাগ আপনাদেরও (এদিকে) দৃষ্টি আকর্ষণ করে নি অথবা যথাযথভাবে রেকর্ড রাখে নি। সম্ভবত নিজেদের চাঁদাতে শামিল করে আপনারা তাদের নামে চাঁদা দিয়ে যাচ্ছেন ঠিকই কিন্তু যেভাবেই হোক আপনাদের ওয়াদার বিষয়টি রেকর্ডে চোখে পড়ছে না। তাই তাঁর অর্থাৎ, হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)'র এই ইচ্ছা পূরণার্থে আমি এখন আমি তাহ্রীকে জাদীদ বিভাগকে বলছি, তাঁর বিগত একুশ বছরের খিলাফতের যুগের হিসাব আমার কাছে পাঠিয়ে দিন; যেমনটি তিনি (রাহে.) তাঁর খুতবায় বলেছিলেন। আমি আশা করি, তাঁর সন্তানরা এই (চাঁদা) পরিশোধ করে দিবে, ইনশাআল্লাহ্ তা'লা। সর্বসাকুল্যে তাঁদের অর্থাৎ সেই এক হাজার বুযূর্গের (চাঁদার) যে পরিমাণই দাঁড়ায় (তা পরিশোধ করবে)। মোটকথা, (তাঁর) সন্তানরা যদি তা পরিশোধ না করে তাহলে আমি তা পরিশোধ করার দায়িত্ব নিচ্ছি, ইনশাআল্লাহ্ তা'লা। আর এই হিসাব অনুযায়ী

যাদের খাত এখন পর্যন্ত চালু হয় নি (সংশ্লিষ্ট) বিভাগ তাদের হিসাব সম্পর্কে আমাকে জানান, যেন তাদের সন্তানদের এ বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করা যায়। কিন্তু যতদিন পর্যন্ত তাদের সন্তান-সন্ততির এদিকে মনোযোগ নিবদ্ধ না হবে (ততদিন) এই হিসাব অনুযায়ী যা হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) বলেছিলেন, এই খাতগুলো টোকেন হিসেবে জীবিত রাখা উচিত। তাদের পক্ষ থেকে (চাঁদা) পরিশোধের দায়িত্ব আমি নিজের কাঁধে তুলে নিচ্ছি। ইনশাআল্লাহ্ আমি পরিশোধ করব। আর আল্লাহ্ তা'লা তৌফিক দিলে যত দিন (আমি) বেঁচে থাকব তা পরিশোধ করতে থাকব, এরপর আল্লাহ্ আমার সন্তান-সন্ততিকে তৌফিক দান করুন। কিন্তু এসব মানুষ, যাদের কুরবানী ফল আমরা ভোগ করছি; তাদের নাম অবশ্যই জীবিত থাকা উচিত। আল্লাহ্ তা'লা তাদের সকল সন্তান-সন্ততিকে তৌফিক দান করুন।

মনে রাখবেন, যেমনটি আমি বলেছি; সেই ব্যক্তিবর্গের কুরবানীর কল্যাণে আজ আমাদের ওপরে এই অনুগ্রহ ও এই আশিস বিরাজমান। আর আজ আপনাদের এই কুরবানীর কল্যাণে এভাবেই আপনাদের সন্তান-সন্ততি এবং প্রজন্মের মাঝে এই অনুগ্রহ এবং কল্যাণধারা অব্যাহত থাকবে।

একটি রেওয়ায়েতে এসেছে, মহানবী (সা.) বলেন, **যে তার পবিত্র উপার্জন থেকে আল্লাহ্‌র রাস্তায় একটি খেজুরও দান করে আর আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র বস্তুই গ্রহণ করেন। অতএব, আল্লাহ্ তা'লা সেই খেজুরকে ডান হাতে গ্রহণ করবেন এবং তা বৃদ্ধি করতে থাকবেন। এমনকি তা পর্বতপ্রমাণ হয়ে যাবে। যেভাবে তোমাদের মাঝে কেউ একটি (ছোট্ট) বাছুরকে লালন পালন করে তাকে বড় (একটি) প্রাণীতে পরিণত করে।** (বুখারী, কিতাবুয যাকাত, বাব লা ইয়াকবুলুল্লাহু সাদাকাতান মিন গুলুলিন)

অতএব, এই হল আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)-এর প্রতিশ্রুতি আর এটি আল্লাহ্ তা'লার প্রতিশ্রুতি সম্মত। অর্থাৎ, আমি বৃদ্ধি করি এবং এতটাই বৃদ্ধি করি যে, তা সাতশ' গুণ পর্যন্ত বাড়িয়ে দেই বরং এর চেয়েও বেশি (দেই)। কাজেই, এত দীর্ঘদিনের হিসাব কি করে পুনর্জীবিত করব– একথা ভেবে বিচলিত হবেন না। যত বেশি সম্ভব পেছনের তারিখ থেকে আপনাদের সামর্থ্য অনুযায়ী পূর্বের খাতগুলো চালু করুন; এরপর আল্লাহ্ তা'লার কৃপাও লক্ষ্য করুন। আর আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহ যতই বৃদ্ধি লাভ করবে আপনার সামর্থ্যও বাড়তে থাকবে। এরপর এই আকাঙ্ক্ষাও জাগবে যে, আমি (যেন) সেই ধারাবাহিকতা অক্ষুন্ন রাখতে পারি এবং মধ্যখানে কোন বছর যেন বাদ না পড়ে। এমন লোকেরা যদি কিছু দেয় তাহলে (সংশ্লিষ্ট) বিভাগও এই বিষয়টি দৃষ্টিতে রাখবেন; তাদেরকে কেবল ধারাবাহিকতা বজায় রাখার পেছনে ফেলবেন না; নিয়ম-কানুনের জটিলতায় ফেলবেন না; কেউ যদি কোন খাত জীবিত করতে চায় তবে তা করে দিন।

একটি রেওয়ায়েতে এসেছে, হযরত আবু হুরায়রাহ্ (রা.) বর্ণনা করেন, **মহানবী (সা.) বলেন, প্রভাতে দু'জন ফিরিশ্‌তা অবতীর্ণ হন। তন্মধ্যে একজন বলেন, হে আল্লাহ্! (আল্লাহ্‌র রাস্তায়) ব্যয়কারী দানশীল ব্যক্তিকে আরও দাও আর তার পদাঙ্ক অনুসরণকারী আরও সৃষ্টি কর। অপর (ফিরিশ্‌তা)**

বলেন, হে আল্লাহ্! সম্পদ কুক্ষিগতকারী কৃপণকে ধ্বংস কর এবং তার সহায়-সম্বল বিনষ্ট করে দাও। **(বুখারী, কিতাবুয যাকাত, বাব ক্বওলুল্লাহি ফাআম্মা মান আ'ত্বা ওয়াত্তাক্বা...)**

অতএব, এটি তাদের জন্য একটি মোক্ষম সুযোগ; যারা নিজেদের পিতামাতার কুরবানীর প্রতি মনোযোগ দেয় নি। নিজের এবং পিতামাতার কুরবানীর প্রতিও মনোযোগী হোন। অতএব, দ্রুত অগ্রসর হোন এবং ফিরিশ্তাদের দোয়ার ভাগীদার হোন যাতে আপনাদের সন্তান-সন্ততিও এই কুরবানীর কল্যাণ পেতে থাকে। এটিই সবচেয়ে বড় দোয়ার ভাণ্ডার হবে যা আপনি আপনার সন্তান-সন্ততির জন্য রেখে যাবেন।

একটি রেওয়ায়েতে এসেছে, হযরত ইবনে মাসঊদ (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) বলেন, **দুই ব্যক্তি ছাড়া অন্য কারো প্রতি ঈর্ষা করা উচিত নয়। প্রথমতঃ আল্লাহ্ তা'লা যাকে সম্পদ দিয়েছেন আর সে তা আল্লাহ্র রাস্তায় ব্যয় করে। দ্বিতীয়তঃ সেই ব্যক্তি যাকে আল্লাহ্ তা'লা বোধবুদ্ধি, বিচক্ষণতা, জ্ঞান ও প্রজ্ঞা দিয়েছেন; যার সাহায্যে সে মানুষের মাঝে মীমাংসা করে এবং মানুষকে শেখায়।** **(বুখারী, কিতাবুয যাকাত, বাব ইনফাকুল মাল ফী হাক্বীহি)**

অতীত বুযূর্গদের খাতগুলো ছাড়া মাশাআল্লাহ্ বর্তমানে বিভিন্ন স্থানে তো কুরবানীর (অনন্য) মান প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। জামাতে উন্নত মানের কুরবানীর দৃষ্টান্ত রয়েছে। জামাত ঈর্ষণীয় দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করে এবং করছে। আল্লাহ্র কৃপায় প্রতি বছর এই ধারা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে কিন্তু এই মান সুপ্রতিষ্ঠিত রাখার জন্য নিজেদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকেও অনুপ্রাণিত করতে থাকুন।

একটি রেওয়ায়েতে এসেছে, হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) বলেন, **কোন মহিলা যখন সদুদ্দেশ্যে পরিবারের রসদ থেকে আল্লাহ্র পথে খরচ করে তখন সেই মহিলাও ঠিক তদ্রুপ সওয়াব লাভ করবে যেভাবে তার স্বামী এই সম্পদ উপার্জনের কারণে লাভ করেছে।**

(বুখারী, কিতাবুয যাকাত, বাব আজরুল মারআতি ইযা তাসাদ্দাকাত মিন বাইতি যওজিহা)

অর্থকড়ি যেহেতু স্বামীর; (তাই) সে (অর্থাৎ, স্ত্রী) খরচ করলেও উভয়ই সওয়াব লাভ করবে। জামাতের প্রতিও আল্লাহ্ তা'লার বিশাল অনুগ্রহ যে, আমাদের জামাতের মহিলারা আল্লাহ্র রাস্তায় ধন-সম্পদ ব্যয় করে আর আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় (তারা) অগ্রণী ভূমিকা পালন করে এবং (তারা) নিজেদের প্রয়োজন ও শখ-আহ্লাদকে উপেক্ষা করে। তাছাড়া কোন কোন মহিলা এত সুনিপুণ হন যে, সাধারণভাবে পরিবারের লোকেরা টেরও পায় না আর এভাবে সংসার বেশ ভালোভাবেই চলতে থাকে, সংসারের মান একই রকম বজায় থাকে অথচ সেখান থেকে অর্থ সাশ্রয় করেই তারা (মহিলারা) চাঁদাও দিতে থাকে। যদি এমন মহিলারা থাকে, যারা খুব ভালোভাবে সংসার পরিচালনা করে তবে সেক্ষেত্রে স্বামীদেরও এ বিষয়ে অনুসন্ধিৎসু থাকা উচিত নয় যে, অমুক স্থান থেকে তুমি চাঁদা কীভাবে দিয়ে দিলে? যা দিয়েছেন তা দিয়েছেন। এই হাদীস অনুসারে মহিলাও সওয়াব পাচ্ছেন আর আপনিও পাচ্ছেন। আর যেসব মহিলার সাশ্রয়ের অভ্যাস নেই তাদেরকেও এই অভ্যাস রপ্ত করা উচিত। কারো

কারো অনেক বেশি অপব্যয় করার অভ্যাস থাকে, তাদের ব্যয় হ্রাস করা উচিত। লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে বাড়িঘরের পেছনে অযথা খরচ করতে থাকে। যেমনটি আমি বলেছি, অনেকে সংসারের জন্য ব্যয় করলেও সাশ্রয় করে তারপর (খরচ) করে। অতএব, চাঁদা প্রদানের পাশাপাশি তারা যদি সাংসারিক প্রয়োজনেও ব্যয় করে তাহলে কোন সমস্যা নেই কিন্তু অপব্যয় করতে করতে অর্থাৎ, কেবল সাংসারিক কাজেই খরচ করতে থাকা আর বলে দেয়া যে, আমাদের চাঁদা দেয়ার সামর্থ্য নেই; এটি অন্যায়। আর যেসব মায়ের অনাড়ম্বরতার অভ্যাস রয়েছে আর চাঁদা প্রদানের অভ্যাস আছে, তাদের সন্তান-সন্ততির মধ্যেও এই অভ্যাস গড়ে ওঠে। আর সেসব সন্তান-সন্ততি যখন কর্মজীবনে প্রবেশ করে তখন তাদের হাতেও আল্লাহ্ তা'লা তদ্রুপই বরকত সৃষ্টি করেন। তারাও খুব ভালোভাবে এবং উত্তমরূপে পরিবার পরিচালনার পাশাপাশি চাঁদা পরিশোধের সামর্থ্য লাভ করে। কিন্তু এখানে আমি এটিও বলে দিচ্ছি, কোন কোন পরিবারে স্বচ্ছলতা ও প্রাচুর্য আসতেই তাদের মাঝে অপব্যয়ের বদভ্যাস গড়ে উঠে এবং লোক দেখানো খরচ করার প্রবণতা বেড়ে যায়; যেমনটি আমি বলেছি। কাজেই, তাদেরকে আমি আবারও বলছি, (আপনাদের এদিকে) মনোযোগ দেওয়া উচিত। নিজেদের ব্যয়ের লাগাম টেনে ধরুন এবং অনাড়ম্বরতা অবলম্বন করুন। এরপর এই অনাড়ম্বরতার কারণে আর্থিক কুরবানী করার সামর্থ্য লাভ করুন।

এক বর্ণনা অনুযায়ী মহানবী (সা.) একবার তাঁর জ্যাঠাশ (স্ত্রীর বড় বোন) হযরত আসমা বিনতে আবু বকর (রা.)-কে উপদেশ প্রদান করেন যে, **আল্লাহ্‌র রাস্তায় গুণে গুণে খরচ করো না নয়তো আল্লাহ্ তা'লাও তোমাকেও গুণে গুণেই দান করবেন। টাকার থলির মুখ বন্ধ করে বসে থাকবে না নয়তো এর মুখ বন্ধই রাখা হবে। সামর্থ্য অনুযায়ী উদারহস্তে ব্যয় কর।** (বুখারী, কিতাবুয যাকাত, বাবুস সাদাকাতু মিন কাসবিত্ তায়্যিব)

যেমনটি আমি বলেছি, জামাতে বহু সংখ্যক (লোক) আছেন যারা মন খুলে চাঁদা প্রদানকারী এবং আল্লাহ্‌র রাস্তায় খরচ করেন কিন্তু এমন মানুষও আছে যারা ভালো আয় উপার্জন করা সত্ত্বেও বিভিন্ন ধরণের অজুহাত দাঁড় করাতে থাকে। অনেকেই ব্যক্তিগত খরচাদি বাদ দেওয়ার পর বলে, আমার আসল আয় (মূলত) এতো, এর ওপরে আমরা চাঁদা দিবো। অথবা এই অনুপাতে আমরা চাঁদা দিবো। আমাদের কোন আয় নেই, অবস্থা খুবই শোচনীয়। তাই, তাদেরও চিন্তা করা উচিত, অকৃতজ্ঞ হওয়া উচিত নয়। এই অকৃতজ্ঞতার ফলে স্বচ্ছলতা ও সমৃদ্ধির বদলে মন্দাও দেখা দিতে পারে। আল্লাহ্ তা'লাকে ধোঁকা দেয়া যায় না। আল্লাহ তা'লা তো একথাই বলেন, আমার রাস্তায় সেই সম্পদই ব্যয় কর যা তোমার কাছে সবচেয়ে বেশি প্রিয়। নিজেদের প্রয়োজনকে উপেক্ষা কর এবং আল্লাহ্‌র রাস্তায় ব্যয় কর।

হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, **"তোমরা ততক্ষণ পর্যন্ত কোনভাবেই খোদার সন্তুষ্টি লাভ করতে পারবে না, যতক্ষণ না তোমাদের নিজেদের ইচ্ছা পরিত্যাগ করে, নিজেদের স্বাদ,**

মান-সম্ভ্রম, ধন-সম্পদ ও প্রাণ বিসর্জন দিয়ে তাঁর পথে সেই কষ্ট বরণ না কর, যা তোমাদের সামনে মৃত্যুর দৃশ্য প্রদর্শন করে। কিন্তু তোমরা যদি দুঃখ-কষ্ট ভোগ কর তাহলে এক প্রিয় সন্তানের মত খোদার ক্রোড়ে আশ্রয় পাবে আর তোমাদেরকে ঐসব পুণ্যবানের উত্তরাধিকারী করা হবে যারা তোমাদের পূর্বে গত হয়েছেন। আর তোমাদের জন্য যাবতীয় কল্যাণের দ্বার উন্মুক্ত করা হবে... কিন্তু তোমরা যদি সত্যিকার অর্থেই রিপুর তাড়নার দিক দিয়ে মৃত্যু বরণ কর, তাহলে তোমরা খোদার মধ্যে প্রকাশ পাবে এবং খোদা তোমাদের সঙ্গে থাকবেন। আর যে গৃহে তোমরা বসবাস কর তা হবে আশিসপূর্ণ আর তোমাদের গৃহের প্রাচীরগুলোতে খোদার কৃপা বর্ষিত হবে এবং সেই শহর আশিসমণ্ডিত হবে যে শহরে এমন ব্যক্তি বাস করবে।" (আল্ ওসীয়্যত পুস্তিকা, রূহানী খাযায়েন, ২০শ তম খণ্ড, পৃষ্ঠাঃ ৩০৭-৩০৮)

পুনরায় তিনি (আ.) বলেন, "জাতির উচিত যে কোন মূল্যে এই জামাতের সেবা করা। আর্থিকভাবে সেবার ক্ষেত্রেও শৈথিল্য প্রদর্শন করা উচিত নয়। দেখ! পৃথিবীতে কোন জামাতই চাঁদা ছাড়া চলে না। মহানবী (সা.), হযরত মূসা (আ.) ও হযরত ঈসা (আ.) অর্থাৎ সব রসূলের যুগেই চাঁদা সংগ্রহ করা হয়েছে। অতএব, আমাদের জামাতের সদস্যদেরও এই বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি দেয়া আবশ্যক। তারা যদি নিয়মিত এক এক পয়সা করেও সারা বছর জুড়ে দিতে থাকে তাহলেও অনেক কিছু হওয়া সম্ভব। হ্যাঁ, যে ব্যক্তি এক পয়সাও দেয় না তার জামাতে থাকার প্রয়োজন-ইবা কী?"

অতঃপর তিনি (আ.) বলেন, "মানুষ বাজারে গেলে বাচ্চার খেলনা-সামগ্রীর পেছনেও কত পয়সা খরচ করে ফেলে। কাজেই, এখানেও যদি এক এক পয়সা করে দেয় তাহলে সমস্যা কোথায়? খাবারের পেছনে খরচ হয়, পোশাক-আশাকের জন্য খরচ হয় অন্যান্য প্রয়োজনেও খরচ করতে হয় তাহলে কি ধর্মসেবায় সম্পদ খরচ করাকেই বোঝা মনে হয়। লক্ষ্য করা গেছে যে, এই কয়েক দিনের মধ্যেই শত শত মানুষ বয়আ'ত করেছে কিন্তু পরিতাপের বিষয় হল, কেউ তাদেরকে বলেনি পর্যন্ত যে, এখানে চাঁদার প্রয়োজন রয়েছে। সেবা করা অনেক কল্যাণকর। যে যত বেশি সেবা করে তার ঈমান তত বেশি দৃঢ় হয়। আর যে কখনো সেবাই করে নি তার ঈমান সম্পর্কে আমার সব সময় শঙ্কা থাকে। আমাদের জামাতের প্রত্যেক ব্যক্তিকে এই অঙ্গীকার করা উচিত যে, আমি এই পরিমাণ (অর্থ) চাঁদা দিব। কেননা, যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'লার জন্য অঙ্গীকার করে, আল্লাহ্ তা'লা তার রিয্ক- এ বরকত দান করেন।"

এরপর তিনি (আ.) বলেন, "অনেক মানুষ এমনও আছে যারা জানেই না যে, চাঁদাও সংগৃহীত হয়। এমন লোকদের বুঝানো উচিত যে, তুমি যদি সত্যিকার অর্থেই সম্পর্ক রাখ তবে খোদা তা'লার সাথে দৃঢ় অঙ্গীকার কর যে, এই পরিমাণ চাঁদা অবশ্যই দিব আর যারা জানে না তাদেরকে এটিও বুঝানো হোক যে, তারা যেন পরিপূর্ণ আনুগত্য প্রদর্শন করে। তারা যদি এতটুকু দেওয়ার জন্যও অঙ্গীকার করতে না পারে তাহলে জামাতে যোগ দেওয়ায় লাভ কী? চরম কৃপণও যদি প্রতিদিন নিজের

সম্পদ থেকে এক পয়সা এক পয়সা করে চাঁদার জন্য পৃথক করে তাহলে সেও অনেক কিছু দিতে পারে। বিন্দু বিন্দু জল নদীতে রূপান্তরিত হয়। কেউ যদি চারটি রুটি খায় তবে তার উচিত সে যেন সেখান থেকে একটি রুটি পরিমাণ জামাতের জন্য পৃথক করে রাখে এবং এই ধরনের কাজের জন্য এভাবেই অভ্যাস গড়ে তুলুন। চাঁদার সূচনা এই জামাত দ্বারাই হয়নি বরং আর্থিক প্রয়োজনাদির সময় নবীদের যুগেও চাঁদা সংগ্রহ করা হতো।" (মলফূযাত, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৩৬০, আল্ বদর, ১৭ই জুলাই, ১৯০৩)

কাজেই, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) যেমনটি বলেছেন, সন্তান-সন্ততি এবং খেলনাসামগ্রী ইত্যাদি কেনার পেছনে খরচ করতে পারো তাহলে ধর্মের খাতিরে কেন করতে পারো না। অতএব, সন্তানের জন্য (টাকা) খরচ করার সময়ও যদি তাদেরকে বুঝানো হয় এবং বলা হয়, তোমাকেও আর্থিক কুরবানী করা উচিত কেননা; (আমাদের) জামা'তে শিশু-কিশোরদের জন্য এবং অনুপার্জনশীলদের জন্যও একটি সংগঠন রয়েছে। শিশু-কিশোরদের আর্থিক কুরবানিতে অভ্যস্ত করানোর জন্য তাহ্রীকে জাদীদ, ওয়াক্ফে জাদীদের চাঁদায় অংশগ্রহণ করা উচিত। এ জন্য (তাদের) বলা উচিত, এর জন্য অনুপ্রাণিত করা উচিত। সন্তানদেরকে পানাহার অথবা ক্রীড়ার জন্য টাকা দেয়ার সময় একথাও বলুন, তুমি আহমদী সন্তান; আর আহমদী সন্তানকে আল্লাহ্ তা'লার খাতিরে নিজের পকেট খরচ থেকে কিছুটা সাশ্রয় করে আল্লাহ্ তা'লার রাস্তায় দেওয়া উচিত।

সামনে ঈদ আসন্ন। শিশু-কিশোররা ঈদী পায় এবং উপহার সামগ্রী পায়; নগদ টাকাও পায়। সন্তানদের বলুন এখান থেকেও যেন চাঁদা দেয়। এরফলে চাঁদা প্রদানের গুরুত্ব অনুভব করে এবং দায়িত্ববোধও জন্মায়। শিশু-কিশোররা তখন (এ বিষয়ে) প্রণিধান করে এবং বড় হলে এই চেতনাই বদ্ধমূল হয়ে যায় যে, আল্লাহ্র ধর্মের খাতিরে খরচ করা, কুরবানী করা আমার কর্তব্য।

এরপর নবাগত আহমদীদের সম্পর্কে তিনি (আ.) বলেন, তারা বয়আ'ত করে অথচ চাঁদা দেয় না। শুরুতেই যদি তাদেরকে চাঁদা দেয়ায় অভ্যস্ত করানো যায় (আর একথা বলা হয়), আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশ হল, তাঁর ধর্মের খাতিরে কুরবানী করলে ঈমানে উন্নতি হয়; তাহলে তাদেরও অভ্যাস গড়ে উঠে। আর্থিক কুরবানী করতে হবে একথা অনেক নবাগতকে বলাই হয় না। একথা বলাও একান্ত আবশ্যক। হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, যারা আর্থিক কুরবানী করে না এমন লোকদের ঈমান সঙ্কটাপন্ন। এখন ভারতবর্ষে, ইণ্ডিয়াতে এবং আফ্রিকার দেশগুলোতে যদি এই অভ্যাস গড়ে তোলা হতো তাহলে চাঁদার (অঙ্ক) আজ কোথা থেকে কোথায় পৌঁছে যেত আর (চাঁদাদাতার) সংখ্যাও কয়েক গুণ বৃদ্ধি পেতে পারতো।

এখন আমি আবার আসন্ন তাহ্রীকে জাদীদের নতুন অর্থ বছরের প্রসঙ্গে আসছি। কিন্তু এই বছরের শুরুতে যেখানে আর্থিক অবস্থা, চাঁদাদাতার সংখ্যাও উল্লেখ করা হয় এর পাশাপাশি নববর্ষের ঘোষণাও প্রদান করা হয়। কাজেই, ঘোষণা দেওয়ার পূর্বে এর যে কিছুটা ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট বাকি রয়ে গিয়েছিল তা বলে দিচ্ছি। যেমনটি আমি বলেছি, তাহ্রীকে জাদীদ প্রথম যুগে দশ বছরের জন্য

ছিল। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) শুরু করেছিলেন। তখন তিনি (রা.) সেই যুগকে দফতর নামে আখ্যায়িত করেন। ১৯৩৪ সালে যখন শুরু করেছিলেন তখন এটি দশ বছরের জন্য ছিল; সেটিকে **দফতর আউয়াল** বলা হতো। যেমনটি আমি বলেছি, এতে তখন পাঁচ হাজার মুজাহিদ অন্তর্ভুক্ত ছিল। এরপর যেমনটি আমি বলেছি, কাজের সুবিধার্থে এবং এর গুরুত্বের নিরিখে তিনি (রা.) এই সময়সীমা আরও বাড়িয়ে দেন (অর্থাৎ, সময়সীমা) দশ বছরের চেয়ে বাড়িয়ে দেন। আর এই দ্বিতীয় যুগকে **দফতর দওম বা দ্বিতীয় দফতর** নাম দেওয়া হয়। (হুযূর বলেন,) আমি যতদূর দেখেছি, শুরুতে দ্বিতীয় দফতরের জন্য কোন নির্দিষ্ট সময়সীমা ছিল না। কিন্তু পরবর্তীতে তাঁর (রা.) একটি বক্তব্য থেকে জানা যায়, আগামীতে এই দফতর প্রতিষ্ঠিত হতে থাকবে। আর প্রতিটি যুগ, প্রতিটি দফতর ১৯ বছরের হবে। কিন্তু দ্বিতীয় দফতর হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)'র দীর্ঘ অসুস্থতার কারণে বন্ধ হয় নি আর (নিয়মানুযায়ী) তখন ১৯৬৪ সালে **তৃতীয় দফতর** শুরু হওয়ার কথা ছিল কিন্তু **দফতর সওম** তখন শুরু হয় নি। আর ১৯৬৬ সালে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.) নবাগতদের জন্য **দফতর সওম** চালু করেন আর বলেন, এটি হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)'র যুগেই আরম্ভ হওয়ার কথা ছিল। তাই আমি এটিকে ১৯৬৫ সালের পহেলা নভেম্বর থেকে শুরু করছি। এভাবে এই দপ্তর হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)'র খিলাফতকালের মধ্যে যুক্ত হয়ে যাবে। কেননা, ১৯৬৫ সালের ৯ই নভেম্বর হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)'র মৃত্যু হয়েছিল। কিন্তু হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.) বলেন, আমি যেহেতু ঘোষণা করছি তাই এর সওয়াব আমিও লাভ করব। যাহোক, এই **তৃতীয় দফতরের** ঘোষণা তৃতীয় খিলাফতের যুগে হয়েছিল। এরপর চতুর্থ খিলাফতের যুগে ১৯ বছর পরে ১৯৮৫ সালে **চতুর্থ দফতরের** সূচনা হয়। আর নিয়মানুযায়ী {অর্থাৎ হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) নিয়ম করেছিলেন যে, প্রতিটি যুগ হবে ১৯ বছরের} আজ ১৯ বর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে অর্থাৎ চতুর্থ দফতরেরও ১৯ বছর পূর্ণ হবার পর আজ থেকে **পঞ্চম দফতরে**র সূচনা হচ্ছে, ইনশাআল্লাহ্ তা'লা। এখন থেকে ভবিষ্যতে তাহ্রীকে জাদীদের আর্থিক কুরবানীতে অংশগ্রহণকারী নতুন মুজাহিদগণ পঞ্চম **দফতরের** অন্তর্ভুক্ত হবেন।

প্রথমতঃ যেমনটি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেছিলেন, নতুন বয়আ'তকারীদের, নবাগত আহমদীদের মাঝে আর্থিক কুরবানীর অভ্যাস গড়ে তোলা প্রয়োজন। এখন আমি এর (তথা এই খুতবার) মাধ্যমে (সংশ্লিষ্ট) দপ্তরকে এই নির্দেশ প্রদান করছি, বিগত বছরগুলোতে যারা আহমদী হয়েছেন কিন্তু তাহ্রীকে জাদীদে অন্তর্ভুক্ত হয় নি তাদের সবাইকে এখন তাহ্রীকে জাদীদে অন্তর্ভুক্ত করার চেষ্টা করুন আর তারা এখন পঞ্চম দফতরভুক্ত গণ্য হবেন। যেমনটি আমি পূর্বে বলেছি, তাদেরকে যদি বলা হয় যে, আর্থিক কুরবানী করা আবশ্যক আর তাদেরকে (একথাও) বলুন, তোমাদের কাছে যে আহমদীয়াতের বাণী পৌঁছেছে তা এই তাহ্রীকে জাদীদ খাতে আর্থিক কুরবানীকারীদের বদৌলতেই পৌঁছেছে। তাই এতে যোগদান করুন যাতে আপনারা নিজেদের জীবনকে সুশৃঙ্খল করতে

পারেন আর এই বাণী প্রচারকদের মাঝেও অন্তর্ভুক্ত হতে পারেন, অংশীদার হতে পারেন। আর যেমনটি আমি বলেছি, আমি জানি, ভারতবর্ষে এবং আফ্রিকাতে একটি বড় সংখ্যা এমন রয়েছে যাদেরকে আর্থিক কুরবানীতে অন্তর্ভুক্ত করা হয় নি; তাদেরকে আর্থিখ কুরবানীতে অন্তর্ভুক্ত করুন। এছাড়া এই পঞ্চম দফতরে নবজাতক অর্থাৎ, যেসব আহমদী শিশু জন্মগ্রহণ করবে তারাও **পঞ্চম দফতরে** অন্তর্ভুক্ত হবে। যাহোক, আফ্রিকাতে যেখানে একটি বড় সংখ্যা আহমদীয়াতে যোগদান করেছে; এটি আমাদের আলস্য যে, আমরা তাদেরকে আর্থিক ব্যবস্থাপনায় যুক্ত করতে পারি নি। এর নেপথ্যে একটি বড় কারণ হল, বয়আ'ত করানোর পরে যথাযথভাবে যোগাযোগ রক্ষা করা হয় নি। এরপর তাদেরকে আর্থিক কুরবানীর গুরুত্ব সম্পর্কে ভালোভাবে বুঝানো হয় নি, অবগত করানো হয় নি। আর আমি যখন জামাতগুলোর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি যে, আফ্রিকাতে এবং ভারতবর্ষে অসংখ্য এমন মানুষ রয়েছে যাদের সাথে যোগাযোগ নেই, তাদের সাথে যোগাযোগ বহাল করুন। (এখন) তাদের সাথে যোগাযোগ করা হলে তারা অনুযোগ করে যে, তোমরা আমাদের বয়আ'ত করিয়ে আমাদের ছেড়ে চলে গেলে, এমনকি অনেক মানুষ চরম অসন্তুষ্টিও প্রকাশ করেছে। যখন আমি কোন কোন দেশে সফরে গিয়েছিলাম তখন কেউ কেউ একথাও জানায় যে, আমাদেরকে কেন সংবাদ দেয়া হল না? আমরা (আপনার সাথে) সাক্ষাৎ করতে আসতাম, তারা আসতে পারে নি। তারা বলেছে, ঠিক আছে, আমরা আহমদীয়াতের ওপরে প্রতিষ্ঠিত আছি কিন্তু তোমরা যে আচরণ করেছ– যদি আর কিছুদিন তোমরা না আসতে আর আমাদের সাথে যোগাযোগ না করতে তবে আমরা সেই অন্ধকারেই হারিয়ে যেতাম যেখানে আমরা পূর্বে নিমজ্জিত ছিলাম। কাজেই, আজ আমি পুনরায় জামাতগুলোর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, (আপনারা) এই যোগাযোগ বহাল করুন এবং (এর গণ্ডি) প্রসারিত করুন আর তরবীয়তের প্রতি মনোযোগ দিন। নিজেদের আলস্য ঝেড়ে ফেলুন এবং এসব নতুন লোকদেরও আর্থিক কুরবানীতে অন্তর্ভুক্ত করুন; তা টোকেনস্বরূপ যৎসামান্য চাঁদাই দিক না কেন। যেমনটি আমি বলেছি, এভাবে পিতামাতাও নবজাতকদের এই আর্থিক কুরবানীতে অন্তর্ভুক্ত করার চেষ্টা করুন। আর বিশেষ করে ওয়াক্‌ফে নও শিশুরাতো অবশ্যই বরং প্রত্যেক নবজাতক শিশুরই এতে অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত। কোন কোন আহমদীর ঈমানতো এথেকেও উদ্দীপ্ত হয় অর্থাৎ, কারও সন্তান হচ্ছিল না তাই তিনি তাহ্‌রীকে জাদীদ খাতে নিজের সন্তানদের নামে চাঁদা দেয়া শুরু করেন। মাথাপিছু ১০০ রূপী করে মোট ৪০০ রূপী দেয়া আরম্ভ করেন (পাকিস্তানের কথা বলা হচ্ছে) আর আল্লাহ্ তা'লা এমন অনুগ্রহ করেন যে, কিছু দিন পর তার পরিবারে সন্তান হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয় আর এখন তার চারজন সন্তান হয়েছে। যতগুলো সন্তানের (নামে) চাঁদা দিতেন আল্লাহ্ তা'লা তাকে ততগুলো সন্তান দান করেছেন। আল্লাহ্ তা'লা কখনো কখনো তৎক্ষণাৎ নিদর্শন প্রদর্শন করেন। যেমনটি আমি বলেছি, শিশুদের পক্ষ থেকে যৎসামান্য টাকাই দিন না কেন– নিষ্ঠার সাথে দেয়া এই সামান্য অর্থও খোদা তা'লার পক্ষ থেকে মহা

প্রতিদান বয়ে আনে। আর আল্লাহ্ তা'লা জামা'তের অনেককেই এই নিদর্শন প্রদর্শন করেন। আর তারপর এই চাঁদার সুবাদে, এসব কল্যাণের ফলে আপনার বাড়ি কল্যাণরাজিতে পরিপূর্ণ হতে থাকবে।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) একবার বলেছিলেন, তাহ্রীকে জাদীদের ব্যবস্থাপনা নিযামে ওসীয়্যতের পূর্বধাপ; অর্থাৎ এর সুবাদে ওসীয়্যত ব্যবস্থাপনাও সুদৃঢ় হবে। এটি আর্থিক কুরবানীতে অভ্যস্ত করানোর ভিত্তিস্বরূপ। এটি পথপ্রদর্শক, এটি এগিয়ে যাওয়ার মাধ্যম, সংবাদবাহী অগ্রদূতের মতো। (যা) মানুষকে (নিরন্তর) সংবাদ দিতে থাকবে যে, এরপর একটি মহান ব্যবস্থাপনা আসছে যা নিযামে ওসীয়্যত নামে আখ্যায়িত হবে। আর যেমনটি আমি পূর্বেই বলেছি, ওসীয়্যত ব্যবস্থাপনার সাথে খিলাফত ব্যবস্থাপনারও গভীর সম্পর্ক রয়েছে। এখন এই ওসীয়্যত ব্যবস্থাপনার সাথেই কুরবানীর মানও বৃদ্ধি পাবে। তাই, প্রথমে কুরবানীর অভ্যাস গড়ে তোলার লক্ষ্যে তাহরীকে জাদীদের এই ব্যবস্থাপনা। এরপর এসব কুরবানীর মান বৃদ্ধির ফলে বান্দার প্রাপ্য অধিকার প্রদানের মানও বৃদ্ধি পাবে। অতএব, সকল জামাত এদিকে পরিপূর্ণ মনোযোগ দিন, বিশেষভাবে দৃষ্টি নিবদ্ধ করুন যাতে এই কুরবানীর ফলে ভবিষ্যতে ওসীয়্যত ব্যবস্থাপনাও সুদৃঢ় ভিত্তির ওপরে প্রতিষ্ঠিত হয়।

এখন কিছু পরিসংখ্যানসহ **প্রথম দফতরের** ৭১তম বর্ষ, **দ্বিতীয় দফতরের** ৬১তম বর্ষ, **তৃতীয় দফতরের** ৪০তম বর্ষ, **চতুর্থ দফতরের** ২০তম বর্ষ এবং **পঞ্চম দফতরের** প্রথম বছরের ঘোষণা করব। আবারও এই প্রত্যাশা পুনর্ব্যক্ত করছি, যারা দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং চতুর্থ দফতরে অন্তর্ভুক্ত আছেন তারা প্রথম দফতরের প্রবীণদের খাতগুলোকে পুনরায় বহাল করার চেষ্টা করুন। যাহোক, জামা'তের সাথে আল্লাহ্ তা'লার চিরন্তন ব্যবহার হল, প্রতিবছর বিগত বছরের চেয়ে উন্নতি লাভ করে, জামা'ত (অধিক) কুরবানী করার তৌফিক লাভ করে। এ বছরও খোদা তা'লা অনুগ্রহ করেছেন এবং জামা'ত অসাধারণ কুরবানী করার সৌভাগ্য লাভ করেছে। আর আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় এখন পর্যন্ত **১২৭**টি দেশ তাহ্রীকে জাদীদে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার তৌফিক লাভ করেছে আর (প্রাপ্ত) রিপোর্ট অনুযায়ী তাহ্রীকে জাদীদ খাতে সর্বমোট আর্থিক কুরবানীর পরিমাণ হল, **৩১** লক্ষ ৬০ হাজার পাউণ্ড। যা গত বছরের চেয়ে ৩ লক্ষ ৪৮ হাজার পাউণ্ড বেশি। আর দারিদ্রতা সত্ত্বেও **পাকিস্তান** নিজের **প্রথম স্থান** ধরে রেখেছে। আর **আমেরিকা**ও গত বছরের মত **দ্বিতীয় স্থান** ধরে রেখেছে। কিন্তু গড়পরতা আদায়ের দিক থেকে যা মাথাপিছু আদায় সেদিক থেকে আমেরিকা প্রথম। আর আপনাদের জন্যও একটি সুসংবাদ আছে, তা হল আপনারা যে স্থানে আটকে ছিলেন এ বছর অগ্রসর হয়েছেন এবং **যুক্তরাজ্য তৃতীয় স্থান** অধিকার করেছে। আর ৩৫ শতাংশ অতিরিক্ত আদায় হয়েছে। যাক, **'খরা কাটল'** ব্যাপারটি ঠিক এমন নয় কিন্তু আল্লাহ্র কৃপায় বন্ধ্যাত্ব ঘুচেছে। মাশাআল্লাহ্ যুক্তরাজ্য জামাতও আর্থিক কুরবানীতে অনেক এগিয়ে যাচ্ছে। বিভিন্ন (স্থানে) মসজিদ নির্মাণের জন্যও বিরাট অঙ্ক দিচ্ছে। অনেক মসজিদও নির্মিত হচ্ছে এবং অন্যান্য তাহ্রীকও রয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা আপনাদের সবাইকে উত্তম প্রতিদান দিন বরং

গোটা বিশ্বের সকল চাঁদাদাতা সদস্যকে উত্তম প্রতিদান দিন এবং তাদের ধনসম্পদ ও জনবলে অফুরন্ত কল্যাণ দান করুন।

সামগ্রীক কুরবানীর নিরিখে বিভিন্ন দেশের মধ্যে পাকিস্তান প্রথম, আমেরিকা দ্বিতীয়, যুক্তরাজ্য তৃতীয়, জার্মানি চতুর্থ ও পঞ্চম স্থানে রয়েছে কানাডা। এমনিতে জার্মানির আহমদীদেরও চেষ্টা করা উচিত, একইভাবে কানাডাকেও। তারপর ইন্দোনেশিয়া ষষ্ঠ, ভারত সপ্তম, বেলজিয়াম অষ্টম, সুইজারল্যাণ্ড নবম, অস্ট্রেলিয়া এবং মরিশাস যুগ্মভাবে দশম স্থান অধিকার করেছে। আর মধ্যপ্রাচ্যের জামাতগুলোর মধ্যে সৌদি আরব, আবুধাবি আর আফ্রিকায় ঘানা উল্লেখযোগ্য উন্নতি করেছে। আল্লাহ্ তা'লা সবাইকে উত্তম প্রতিদান দিন। আর আল্লাহ্ তা'লার অপার অনুগ্রহে এবছর তাহ্রীকে জাদীদে অন্তর্ভুক্ত সদস্যদের সংখ্যায় বেশ প্রবৃদ্ধি ঘটেছে। ৪ লক্ষ ১৮ হাজারের চেয়ে বেশি সংখ্যা হয়েছে যা গত বছরের তুলনায় ৩৪ হাজার বেশি। এক্ষেত্রে ঘানা, ইন্দোনেশিয়া, যুক্তরাজ্য, জার্মানি এবং কানাডা জামাত উল্লেখযোগ্য কাজ করেছে। কিন্তু যেমনটি আমি বলেছি, যদি আরও মনোযোগ দেওয়া হয় আর নবাগত আহমদীদের ভেতর চাঁদার অভ্যাস গড়ে তোলার লক্ষ্যে এই খাতে অন্তর্ভুক্ত করার চেষ্টা করুন। একটি (সুপরিকল্পিত) অভিযান পরিচালনা করুন। তাহলে ইনশাআল্লাহ্ আমি মনে করি, এই প্রবৃদ্ধি সহস্র নয় বরং লাখের কোটায় চলে যেতে পারে, শুধুমাত্র মনোযোগ দেয়া প্রয়োজন।

পাকিস্তানে যেহেতু নিজেদের মধ্যে একটি আন্তঃপ্রতিযোগিতা চলে তাই তাদের এটি জানার প্রবল বাসনা থাকে যে, কে কোন স্থান অধিকার করেছে। তাই এক্ষেত্রে লাহোর প্রথম, করাচী দ্বিতীয়, রাবওয়া তৃতীয়, এরপর পর্যায়ক্রমে রাওয়ালপিণ্ডি, ইসলামাবাদ, ফয়সালাবাদ, মুলতান, কোয়েটা, সারগোধা, গুজরাঁওয়ালা, শেখুপুরা, ডেরাগাজিখান, নওয়াব শাহ্ এবং উকাড়া। আর জেলা পর্যায়ে যথাক্রম হল, সিয়ালকোট, মিরপুর খাস, বাহাওয়াল নগর, পেশওয়ার, বাহাওলপুর, নারওয়াল, বদীন, জেহলম, সাংঘড় এবং ওহাড়ী। কাজেই এই হল কার কি পজিশন।

পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের জামাতগুলোর জন্যও আমি বিশেষভাবে দোয়ার অনুরোধ করতে চাই। দু'টি দেশেই বর্তমানে উগ্রপন্থীরা বিরোধিতায় চরম আকার ধারণ করেছে। আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে সকল প্রকার অনিষ্ট থেকে নিরাপদ রাখুন। বিশেষ করে বর্তমানে বাংলাদেশে উগ্রতা ব্যাপক আকারে ছড়াচ্ছে। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় এখন পর্যন্ত বাংলাদেশ সরকার বেশ বিচক্ষণতার সাথে পরিস্থিতি সামাল দিচ্ছে। আজও ঢাকার একটি মসজিদে বিরোধীদের আক্রমনের পরিকল্পনা ছিল বরং ষড়যন্ত্র করেছিল আর আক্রমণের উদ্দেশ্যে এসেছিলও। বেশ বড় ধরনের অর্থাৎ, সহস্র সহস্র লোকজন নিয়ে (এসেছিল) কিন্তু পুলিশ (আইনি) ব্যবস্থা গ্রহণ করে সবাইকে তাড়িয়ে দিয়েছে। সরকারও যথেষ্ট পরিমাণে পুলিশ পাঠিয়েছিল। তাদের সাহসের দৌরাত্ম্য এমন যে, কুরবানীর নামে, জান্নাতে কামানোর আশায় ছুটে আসে কিন্তু পুলিশ দেখে দৌড়ে পালায়। তবে, এক্ষেত্রেও জনগণ মোল্লার খপ্পরে পড়ে বোকা বনে যায়। মোল্লারা মরার জন্য সবসময় অন্যদেরকে সামনে ঠেলে দেয়, কুরবানীর জন্য কখনো

নিজে (এগিয়ে) যায় না। যাহোক, আল্লাহ্ তা'লা বাংলাদেশ সরকারকে সর্বদা দৃঢ় ও অবিচল রাখুন এবং তাদেরকে এসব মোল্লাদের খপ্পর থেকে নিরাপদ রাখুন। এখন পর্যন্ত তো তারা গভীর প্রজ্ঞার সাথে সকল দায়িত্ব পালন করছে। আমাদের জামাতের সদস্যদের তো গালি শোনার এবং মার খাওয়ার অভ্যাসও রয়েছে কিন্তু যদি কোন সরকার নিজের গদি টিকিয়ে রাখার জন্য আহমদীদের দুঃখকষ্ট দেয় অথবা অত্যাচারীদের সঙ্গ দেয় তবে সেক্ষেত্রে (আমাদের) অভিজ্ঞতা হল, আল্লাহ্ তা'লা সেই সরকারকে টিকতে দেন নি এবং আগামীতেও এমনটিই হবে, ইনশাআল্লাহ্। কাজেই, তাদেরকে সর্বদা এদিকে দৃষ্টি রাখতে হবে। আল্লাহ্ করুন, বাংলাদেশ সরকার যেন এই সদুদ্দেশ্য নিয়েই নিজের কর্তব্য পালন করতে থাকে। আর আল্লাহ্ তা'লা পাকিস্তান সরকারকেও সুবুদ্ধি ও সুমতি দান করুন। তারাও যেন নিজেদের অতীত থেকে এই শিক্ষা গ্রহণ করে যে, ধর্ম এবং রাজনীতিকে পৃথক রাখতে হয়।

অতএব এই রমযানে, এই শেষ দশকে বিশেষভাবে দোয়ারত থাকুন আর যেসব দেশে আহমদীয়াতের বিরুদ্ধে ঘৃণা এবং নৈরাজ্য ছড়ানো হচ্ছে; তাদের জন্যও দোয়া করুন। আর তাদের জন্যও দোয়া করুন যারা আর্থিক কুরবানীতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। আল্লাহ্ তা'লা সবাইকে উত্তম প্রতিদান দিন। আল্লাহ্ তা'লা এই রমযানে বরং এই শেষ দশকে পঞ্চম দফতরের সূচনা করিয়েছেন, তিনি এতেও অফুরন্ত বরকত সৃষ্টি করুন এবং আমার আকাঙ্ক্ষা হল, প্রথম বছরেই যেন এতে লক্ষ লক্ষ মানুষ যোগদান করে যাতে কুরবানিকারীদের সংখ্যায় অসাধারণ বৃদ্ধি ঘটে।

হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, "আমার প্রিয় বন্ধুগণ! আমি আপনাদেরকে নিশ্চয়তা দিচ্ছি যে, খোদা তা'লা আপনাদের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শনের জন্য আমাকে সত্যিকার অনুপ্রেরণা দান করেছেন আর আপনাদের ঈমান ও আধ্যাত্মিকতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আমাকে প্রকৃত মা'রেফাত বা তত্ত্বজ্ঞান দেওয়া হয়েছে। আপনাদের এবং আপনাদের বংশধরদের জন্য এই তত্ত্বজ্ঞান নিতান্তই আবশ্যক। তাই, আমি এজন্য সদা প্রস্তুত; অর্থাৎ আপনারা নিজেদের পবিত্র ধনসম্পদ থেকে নিজেদের ধর্মীয় প্রয়োজনাদি (পূরণের) লক্ষ্যে সাহায্য করুন এবং খোদা তা'লা প্রদত্ত শক্তি, সামর্থ্য ও সাধ্যানুযায়ী প্রত্যেকে এই পথে অকুণ্ঠচিত্তে ব্যয় করুন। আর আল্লাহ্ এবং রসূলের চেয়ে নিজ সম্পদকে মূল্যবান ভাববেন না। এছাড়া আমি আমার সাধ্যমত রচনাবলীর মাধ্যমে সেসব জ্ঞান এবং খোদা তা'লা প্রদত্ত পবিত্র রূহের কল্যাণরাজিকে এশিয়া ও ইউরোপের দেশে দেশে প্রচার করব।"
(এযালায়ে আওহাম, রূহানী খাযায়েন, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠাঃ ৫১৬)

আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর এই মিশনকে সদা প্রবহমান রাখার তৌফিক দান করুন, আমীন।

(সূত্রঃ কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্কের তত্ত্বাবধানে অনূদিত)